ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ

কাসেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড,
বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

দায়িত্বশীল ব্যাক্তি: বিভাগীয় প্রধান/মহাব্যবস্হাপক
অনুমোদনের তারিখ : ০১/১২/২০২১
বর্তমান ভার্সন কার্যকর তারিখ : ০১/১২/২০২১
ভার্সন ঃ ০২

Emergency Preparedness Plan
(জরুরী প্রস্তুতি পরিকল্পনা)

ভূমিকাঃ ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ শতভাগ রপ্তানীমূখী একটি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান। অত্র প্রতিষ্ঠানে যে কোন সময় যে কোন ধরনের দূর্যোগ যেমন অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, বন্যা, সাইক্লোন, রাসায়নিক বিস্ফোরণ, রাসায়নিক বিষক্রিয়া, খাদ্যে বিষক্রিয়া,বয়লার বিস্ফোরণ, ই টি পি ওভার ফ্লো, ড্রেনেজ ফাটল, উত্তেজিত জনতা বা অপরাধ চক্রের আক্রমন ও কারখানায় সৃষ্ট অসন্তোষ সংগঠিত হয়ে কারখানার সম্পদ এবং শ্রমিকদের ক্ষতি সাধন হতে পারে। তাই যে কোন ধরনের দুর্যোগ প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় অত্র প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জরুরী প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রনয়ন করেছেন।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ পোষাক শিল্পে যে কোন ধরনের দূর্যোগ ও প্রতিকার পরিস্হিতি মোকাবেলায় অত্র প্রতিষ্ঠানে জরুরী প্রস্তুতিতে কি করতে হবে সেই সম্বন্ধে যথাযথ নীতিমালার মাধ্যমে আলোকপাত করা। ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ কর্তৃপক্ষ সবর্দা শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য বদ্ধপরিকর। যে কোন জরুরী অবস্থায় আমাদের সকলকে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে। ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ সবর্দা সকল শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য কাজ করে থাকে। অত্র কারকাখানায় যে কোন জরুরী পরিস্হিতিতে করনীয়, প্রতিরোধও প্রতিকার করা যায় সে সব ক্ষেত্রের জন্য অত্র কোম্পানীতে নিরাপদ পরিবেশের জন্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতিমালা বাস্তবায়ন করাই এই নীতির লক্ষ্য।

অনুমোদনকারীঃ	তারিখঃ
ব্যবস্হাপনা পরিচালক	০১.১২.২০২১ইং

২.১ দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

সিকিউরিটি চেক পোষ্টে টেলিফোনে যোগাযোগকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

রেসপনসিবলঃ ম্যানেজার- এইচ আর কমপ্লায়েন্স।

১।যে কোন ধরনের দূর্যোগ যেমন অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, বন্যা, সাইক্লোন, রাসায়নিক বিস্ফোরণ, রাসায়নিক বিষক্রিয়া, বয়লার বিস্ফোরণ অথবা উত্তেজিত জনতার আগমন যা কারখানার ভেতরে অথবা বাইরে সংগঠিত হয়ে কারখানার সম্পদ এবং শ্রমিকদের ক্ষতির কারন হতে পারে। এক্ষেত্রে সর্ব প্রথমেই সিকিউরিটি চেক পোষ্টে টেলিফোন (পি.এ.বি.এক্স - ১১১, ১১০, ১০৩, মোবাইল - ০১৭১৩০৩০০৫৯) বা যে কোন উপায়ে যোগাযোগ করতে হবে। যোগাযোগের সময় সমস্যার উৎস এবং স্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট ধারনা দিতে হবে ।

২। সিকিউরিটি চেক পোষ্টে যোগাযোগ এর মাধ্যমেই ফায়ার সার্ভিস অফিস, হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং পুলিশ ষ্টেশনে দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব হবে।

৩। সিকিউরিটি চেক পোষ্টে দ্রুত সংবাদ প্রদানের ব্যাপারে তৎপর থাকতে হবে।

অগ্নি ঘন্টা বাজানোর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ-

রেসপনসিবলঃ ফায়ার সেইফটি অফিসার।

১। ফ্লোরের কোথায়ও অগ্নিকান্ড বা যে কোন ধরনের জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক ভাবে ফায়ার ফাইটার বা অগ্নি নির্বাপণ কমিটির সদস্যদের সংগঠিত করতে হবে।

২। কারখানার নিরাপত্তা বিধানকল্পে জরুরী ভিত্তিতে ফায়ার এলার্ম বাজাতে হবে।

৩। ফায়ার এলার্ম বাজানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোনক্রমেই ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কারখানার শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বিচলিত ও বিভ্রান্ত করা যাবে না।

বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্নকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ-

রেসপনসিবলঃ ইনচার্জ - ইলেকট্রিক্যাল ও ইউটিলিটি।

১। অগ্নিকান্ড বা যে কোন ধরনের জরুরী পরিস্থিতির সূত্রপাতের সাথে সাথে ডি বি বোর্ড এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে।

২। নিজ দায়িত্বাধীন ডিবি বোর্ড বন্ধের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনের পাশাপাশি অন্যান্য ডিবি বোর্ড ও বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিনা তা সুনিশ্চিত করতে হবে ।

৩। নিজ দায়িত্বের প্রতি আন্তরিক ও সচেষ্ট থাকতে হবে।

৪। ডিবি বোর্ড বন্ধ করার সময় প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা অনুসরণ করে ডিবি বোর্ড বন্ধ করতে হবে।

নিরাপদ বহির্গমনে সহায়তাকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

রেসপনসিবলঃ প্রতিটি ফ্লোরের ইনচার্জ - উৎপাদন।

১। ফ্লোরের শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের নিরাপদ বহির্গমনে সহায়তা করতে হবে।

২। বর্হিগমন এর সময় কেউ ভীত ও আতংকিত না হয়ে ধীর স্থীর থাকতে হবে।

৩। ঝুঁকিমুক্ত ও নিকটবর্তী গেইট অনুসরণ করতে সহায়তা করতে হবে।

গর্ভবতী মহিলা,শিশু যত্নাগার এবং মেডিকেল রুম, নামাজের রুম (পুরুষ ও মহিলা) ও শৌচাগার (পুরুষ ও মহিলা) -এ অবস্থানরত ব্যক্তিদের উদ্ধার কাজে বিশেষভাবে নিয়োজিতদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

রেসপনসিবলঃ ঃ এডমিন অফিসার ও ওয়েলফেয়ার অফিসার

১। গর্ভবতী মহিলাদের নিরাপদে ফ্যাক্টরীর বাইরে বের হতে সহায়তা করতে হবে।

২। শিশু যত্নাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে অবশ্যই শিশু যত্নাগারের শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে শিশু যত্নাগারের পিছনের দরজা দিয়ে সহজেই কারখানার বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

৩। মেডিকেল রুমে যদি কোন পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও অক্ষম ব্যক্তি থাকে তাহলে তার দ্রুত জরুরী বহির্গমন নিশ্চিত করতঃ চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

অগ্নিযোদ্ধাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ-

রেসপনসিবলঃ এডমিন ও ফায়ার সেফটি অফিসার

১। অগ্নিকান্ড বা যে কোন জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাৎক্ষনিকভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে সমস্যা সমাধানে আত্বনিয়োগ করতে হবে।

২। অগ্নিকান্ডের সূচনা লগ্নেই বিলম্ব না করে অগ্নি নির্বাপণের জন্য নির্বাপক সরঞ্জামাদি নিয়ে উপস্থিত হতে হবে এবং আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

৩। কারখানার যে কোন স্থানে যে কোন মূহুর্তে অগ্নিকান্ড ঘটার সম্ভনা রয়েছে। একজন অগ্নিযোদ্ধা হিসেবে কারখানায় কর্মরত মানুষের জীবন ও কোম্পানীর মালামাল রক্ষা করার স্বার্থে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সদা সতর্ক থাকতে হবে।

উদ্ধার কর্মীদর দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ–

রেসপনসিবলঃ

ম্যানেজার - এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স,

সিকিউরিটি ইনচার্জ ও ফায়ার সেফটি অফিসার

১। অগ্নি দূর্ঘটনা বা জরুরী পরিস্থিতিতে কারখানার কোন শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিরাপদে কারখানার

বাইরে বের হতে ব্যর্থ হলে তাকে প্রানান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্ধার করতে হবে।

২। কোন শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তা আহত হলে তাকে কারখানার বাইরে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৩। মানুষ মানুষের জন্য। মানুষের বিপদে মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাই মানব সেবায় ব্রতী হয়ে যে কোন বিপদ সংকুল পরিস্থিতিতে উদ্ধার কার্যক্রমে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিতদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

রেসপনসিবলঃ **ম্যানেজার- প্রশাসন ও মেডিকেল অফিসার**

১। অগ্নি দূর্ঘটনা বা যে কোন বিপদ সংকুল পরিস্থিতিতে কেউ আহত হলে তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে চিকিৎসা সেবা দান করতে হবে।

২। কেউ গুরুতর আহত হলে হাসপাতাল /ক্লিনিকে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। চিকিৎসা সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে বিপদময় মূহুর্তে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

এসেম্বলী পয়েন্টের দায়িত্বে নিয়েজিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

রেসপনসিবলঃ

ম্যানেজার- এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স

ফায়ার সেফটি অফিসার ও সিকিউরিটি ইনচার্জ।

১। কারখানার সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এ্যাসেম্বলী পয়েন্টে সমবেত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।

২। এ্যাসেম্বলী পয়েন্টে সমবেত হওয়ার পথে কেউ অসুস্থ বা আহত হলে তাকে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতে হবে।

৩। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে এ্যাসেম্বলী পয়েন্টে সমবেত সকলকে বিশেষ তদারকির মাধ্যমে পূনরায় কারখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ সুনিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান,মেডিকেল অফিসার এবং ফায়ার সেফটি অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ-

১। ফ্যাক্টরীতে অগ্নিকান্ড ও জরুরী অবস্থায় সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবেন।

২। ফ্যাক্টরীর মালামাল ও শ্রমিকদের জীবন এর নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সকল প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন এবং সকলের সাথে অর্থবহ যোগাযোগের মাধ্যেমে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৩। জরুরী অবস্থা মোকাবিলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, পুলিশ ষ্টেশন ও হাসপাতালে যোগাযোগ করবেন।

জরুরী অবস্থায় দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণঃ

জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য গঠিত টীম যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে কিনা এবং কোথায়ও কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে কিনা তা প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্হাপক এবং এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যে কোন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ দিবেন।

জরুরী অবস্থায় গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

অগ্নিকান্ডে করণীয় পদক্ষেপঃ

কারখানায় যে কোন মূহুর্তে অগ্নি দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। আগুন কোন আতঙ্কিত বস্তু নয়। তাই অগ্নিকান্ডের সময় আতঙ্কিত না হয়ে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

ক। আগুন লাগলে ফায়ার এলার্ম বাজাতে হবে এবং কর্মরতদের তাড়াহুড়া বা হুড়োহুড়ি না করে ধীর স্থীরভাবে শৃঙ্খলার সাথে সবচেয়ে কাছের গেট দিয়ে বের হতে সহায়তা করতে হবে।

খ। সকলকে এসেম্বলী পয়েন্টে সমবেত করতে হবে। ফায়ার সেফটি কর্মকর্তার নির্দেশনা এবং কর্তৃপক্ষের পরবর্তী ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

গ। আগুন লাগলে যেন কেউ ভীত,শংকিত ও আতঙ্কিত না হয় সে লক্ষ্যে সকলকে বহির্গমনে সহায়তা করতে হবে।

ঘ। নিজের গায়ে আগুন লাগলে ফ্লোরে বা মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দিতে হবে।

ঙ। অন্যের গায়ে আগুন লাগলে তাকে মোটা কাপড় বা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরতে হবে।

চ। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হলে হামাগুঁড়ি দিয়ে বের হতে সকলকে সহায়তা করতে হবে।

ছ। অগ্নি দুর্ঘটনার সময় গর্ভবতী মহিলা শ্রমিকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জরুরী বহির্গমনে সহায়তা করতে হবে।

ভূমিকম্পে করণীয়ঃ

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ। এটি কোন আগাম বার্তা দিয়ে আসে না। তাই ভূমিকম্প অনুভূত হলে নিম্ন লিখিত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবে।

ক। ভূমিকম্প অনুভূত হলে আতঙ্কিত না হয়ে শ্রমিকদের শান্ত থাকার পরামর্শ দিতে হবে।

খ। ভূমিকম্প অনুভূত হলে ভেতরে আটকা পরা শ্রমিকরা বের হওয়ার সময় যেন গেট এর সামনে ভীড় বা ধাক্কাধাক্কি না করে সে ব্যাপারে পরামর্শ দিতে হবে।

গ। ভূমিকম্প অনুভূত হলে ভবনের বীম, কলাম ও পিলার ঘেঁষে আশ্রয় নিতে এবং শক্ত ও মজবুত আসবাব পত্রের নিচে অবস্থান করতে বলতে হবে।

ঘ। উপরের তলায় থাকলে কম্পন না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলতে হবে। তাড়াহুরা করে লাফ দিয়ে নামা যাবে না বা লিফ্ট ব্যবহার করা যাবে না।

ঙ। কম্পন অথবা ঝাঁকুনি থামলে শ্রমিকদের দ্রুত বের হতে সহায়তা করতে হবে এবং এ্যাসেম্বলী পয়েন্টে সবাইকে অবস্থান নিতে বলতে হবে।

চ। ভাঙ্গা দেয়ালের নীচে চাপা পড়লে বেশী নড়াচড়ার চেষ্টা করা যাবে না। কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকতে হবে, যাতে নাক ও মুখ দিয়ে ধুলা বালি প্রবেশ করতে না পারে।

ছ। একবার কম্পন হলে আরেকবার কম্পন হতে পারে। তাই কর্মরত সকলকে সুযোগ বুঝে বের হয়ে খোলা জায়গায় অবস্থান নিতে বলতে হবে।

রাসায়নিক বিস্ফোরণ,রাসায়নিক বিষক্রিয়া, বয়লার বিস্ফোরণ,দাঙ্গা হাঙ্গামা,বহিরাগতদের আক্রমন সহ যে কোন জরুরী মূহুর্তে করণীয়ঃ

রাসায়নিক বিস্ফোরণ,রাসায়নিক বিষক্রিয়া,বয়লার বিস্ফোরণ,দাঙ্গা হাঙ্গামা, বহিরাগতদের আক্রমন সহ যে কোন জরুরী মূহুর্ত মোকাবেলা করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ক। সাউন্ড সিষ্টেমের মাধ্যমে সমস্যা সম্পর্কে সকলকে অবগত করতে হবে।

খ। কমিটির সদস্যদের কারখানার সকলকে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

গ।যে কোন ধরনের সমস্যা বা দূর্যোগে জান-মাল,মেশিন ও অন্যান্য দ্রব্যাদির ক্ষতির কারণ হলে কারখানা বন্ধঘোষণা করতে হবে।

ঘ। ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি যেমন - কাপড়, তৈরী পোশাক, মেশিন, মেশিনের যন্ত্রাংশ অথবা অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে হবে।

গ। পরিস্থিতি বিবেচনায় শ্রমিক কর্মচারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে হবে এবং তাদের গন্তব্যে নিরাপদে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

ঘ। প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে।

ঙ। সমস্যা বা দূর্যোগ কবলিত শ্রমিক কর্মচারীদের দ্রুত উদ্ধার করে আহতদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে হবে এবং গুরুতর আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

চ। উদ্ধারকারী দল দুর্যোগ কবলিত মানুষকে উদ্ধার ও মালামাল হেফাজত করবে।
ছ। চিকিৎসক দল দুর্যোগ কবলিতদের কারখানার চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করবে। প্রয়োজন হলে কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালে আহতদের দ্রুত স্থানান্তরিত করবে।

বন্যাঃ

১। বন্যার আগাম খবর এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে হবে।
২। বন্যা মোকাবিলার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।
৩। প্রত্যেক ফ্লোরে / ইউনিটে উদ্ধারকারী বা স্বেচ্ছাসেবক টীম গঠন করতে হবে।
৪। সময়মত লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ের নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
৫। বন্যা কবলিতদের শুকনো খাবার এবং বিশুদ্ধ খাবার পানির সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
৬। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় জিনিসপত্র,যন্ত্রপাতি বন্যার পানির বিপদ সীমার উপরের উচ্চতায় কোন স্থানে মজুত করতে হবে।
৭। পরিস্থিতি বিবেচনায় কারখানা বন্ধ ঘোষণা করতে হবে।
৮। বন্যা কবলিতদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র খুলতে হবে।
৯। চিকিৎসক দল বন্যা কবলিতদের প্রয়োজন হলে কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালে দ্রুত স্থানান্তরিত করবে।
১০। বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খাদ্যে বিষক্রিয়াঃ

কারখানায় কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ কারখানার অভ্যন্তরে দুপুরের খাবার এবং নাস্তা খেয়ে খাদ্যে বিষক্রিয়া বা খাদ্যে ভেজালের কারনে শারীরিক ভাবে অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিকভাবে সকল খাবার ডাইনিং হল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং উক্ত খাবার যেন কেউ না খায়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অসুস্থ শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে তাৎক্ষনিকভাবে কারখানায় কর্তব্যরত ডাক্তার বা নার্সকে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। রোগীর অবস্থা শোচনীয় হলে তাকে জরুরী ভিত্তিতে অত্র প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ ঢাকা ইম্পেরিয়াল হাসপাতাল, সুপার ক্লিনিক অথবা গাজীপুর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

কারখানার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জরুরী ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি গঠন করে খাদ্যে বিষক্রিয়া বা খাদ্যে ভেজালের রহস্য উৎঘাটন করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং কোম্পানীর প্রচলিত নিয়ম নীতি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অপরাধ চক্রের আক্রমনঃ

কারখানার অভ্যন্তরে কোন অপরাধ চক্র বা গোষ্ঠি প্রবেশ করে কোন প্রকার অরাজকতা বা নাশকতা সৃষ্টি করে এবং কোন শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে ক্ষতি করার প্রচেষ্টা চালায় বা কোম্পানীর সম্পদ বিনষ্ট করতে উদ্যত হয় তাহলে কারখানার প্রতিটি গেটে কর্তব্যরত নিরাপত্তা প্রহরী তাদের প্রতিহত করবে। পরিস্থিতি বিবেচনায় গেটে কর্তব্যরত নিরাপত্তা প্রহরী অত্র কারখানার (পি.এ.বি.এক্স -১১০, ১০৩ মোবাইল - ০১৭১৩০৩০০৫৯) অবহিত করবে এবং অপরাধীকে কারখানা থেকে বের করে নিরাপত্তা শাখায় হস্তান্তর করবে। অপরাধ চক্রের আগমনের হেতু ও নাশকতা সৃষ্টির কারন অবহিত হয়ে তদানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সাভার থানায় কর্মরত পুলিশের সহায়তা নিতে হবে।

ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ

কাসেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড,
বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

দায়িত্বশীল ব্যাক্তি: বিভাগীয় প্রধান/মহাব্যবস্হাপক
অনুমোদনের তারিখ : ০১/১২/২০২১
বর্তমান ভার্সন কার্যকর তারিখ : ০১/১২/২০২১
ভার্সন ঃ ০২

জরুরী নিরাপত্তা পরিকল্পনা

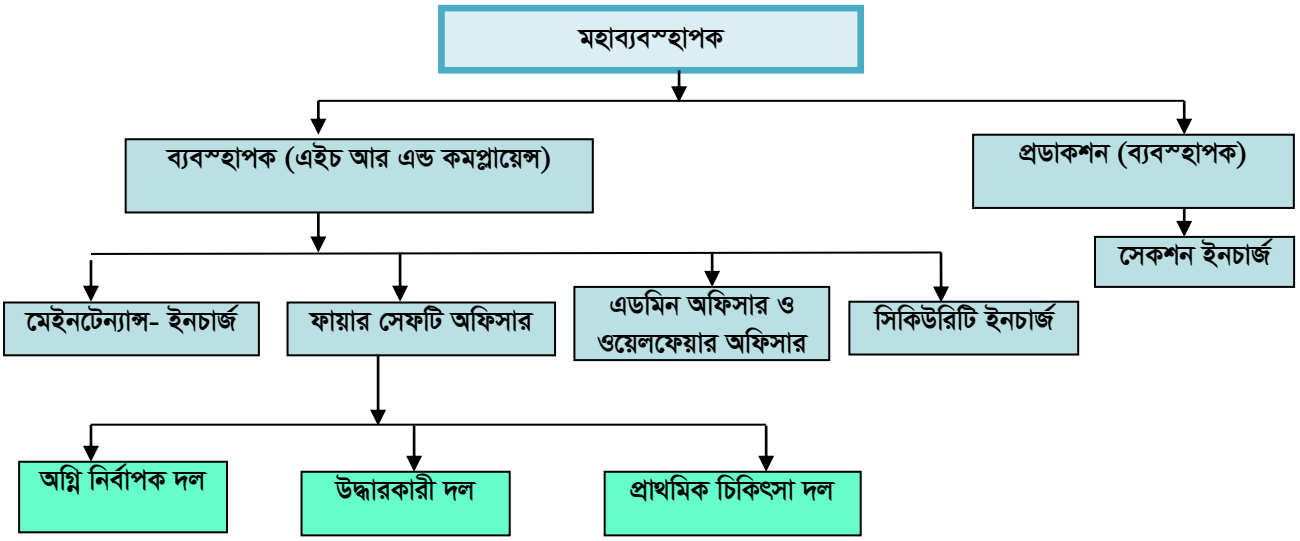

আগুন দেখলে করনীয়

নিকটস্থ ফায়ার এ্যালার্ম সুইচ বাজাতে হবে।

নিকটস্থ বহির্গমন পথে যত দ্রুত সম্ভব বাহির হতে হবে। দেরি করবেন না। অনুমতির জন্য অপেক্ষা করবেন না।

নিজস্ব কোন জিনিস এর জন্য অপেক্ষা করা

আপনি যদি ধোঁয়ার ভেতর আটকা পড়ে যান তবে নিচু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাহির হতে হবে।

যদি সম্ভব হয় ভেজা কাপড় দ্বারা আপনার নাক মুখ ঢেকে নিন।

লিফ্ট ব্যবহার করবেন না। কারন অগ্নি দুর্ঘনার সময়ে লিফ্ট বন্ধ হয়ে যায়।

কোম্পানীর নির্ধারিত জমায়েত স্থানে জড়ো হোন।

ফায়ার ব্রিগেড এ ফোন করুন- ফোন নম্বর - ০২-৯৫৫৫৫৫৫ অথবা ৯৯৯ এ ফোন করুন।

ভূমিকম্প হলে করনীয়

কর্মসময় ফ্লোরের সকল গেইটগুলো খোলা রাখার ব্যবস্থা করুন।
সাব-স্টেশন/ জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ এর সরবরাহ দ্রুত বন্ধ করুন।
ফায়ার সার্ভিস অফিস ও পুলিশে ফোন করে সেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকুন।
শ্রমিক-কর্মচারীরা যাহাতে নিরাপদে দ্রুত বের হয়ে যেতে পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করুন।
ভূমিকম্প হলে টেবিল/বেঞ্চ/পিলারের নীচে/পাশে আশ্রয় নিন এবং চারিদিকে দেখে বাহিন হন।
গর্ভবর্তী মহিলারা বিল্ডিং এর পিলারের নীচে/পাশে আশ্রয় নিন এবং নিরাপদ প্রস্থানে ব্যবস্থা করুন।

ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ

কাসেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড,
বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

দায়িত্বশীল ব্যাক্তি: বিভাগীয় প্রধান/মহাব্যবস্হাপক
অনুমোদনের তারিখ : ০১/১২/২০২১
বর্তমান ভার্সন কার্যকর তারিখ : ০১/১২/২০২১
ভার্সন ঃ ০২

জরুরী অগ্নি নির্বাপন এবং প্রস্থান পরিকল্পনা

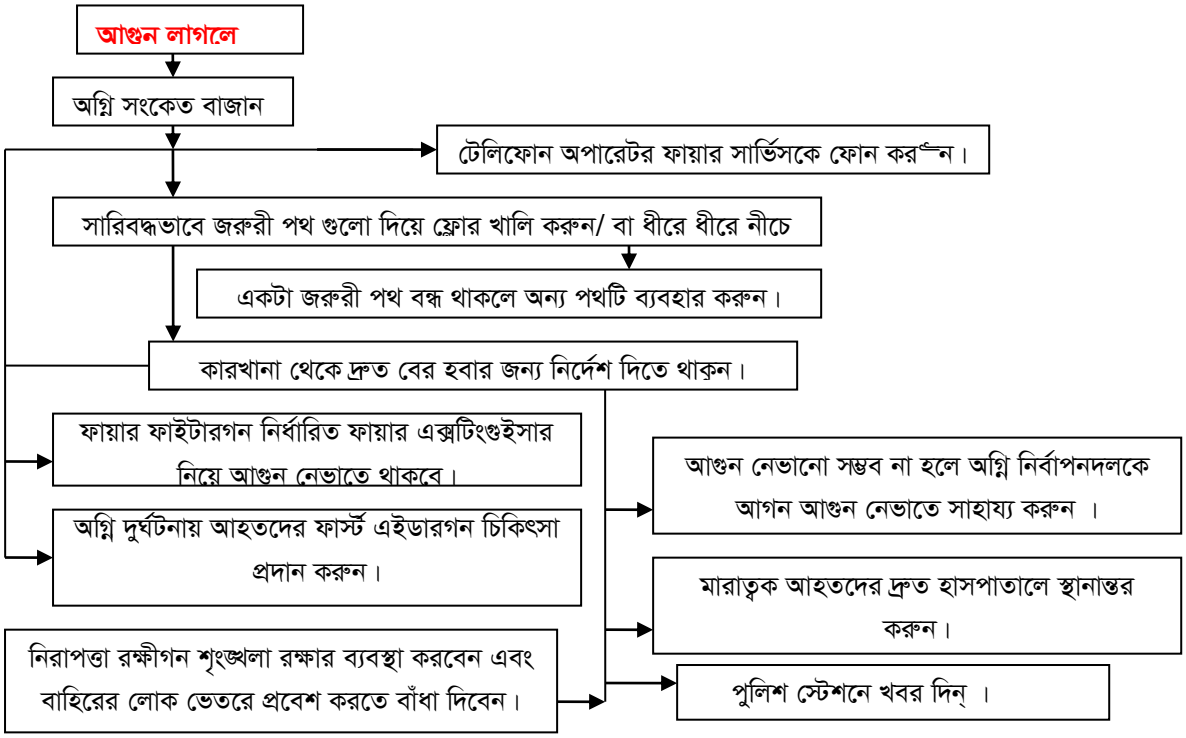

(জরুরী টেলিফোন নম্বর)

জরুরী নম্বর (যে কোন প্রয়োজনে)ঃ ৯৯৯

পুলিশ ষ্টেশন ঃ

- ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ = ০২-৭৭৯০৮৮০
- জয়দেবপুর থানা = ০১৭৩০-৭৩৯৬৯৮
- টঙ্গী থানা = ০১৭৩০-৭৩৯৬৯৯

ফায়ার সার্ভিস ঃ

- টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস = ০১৭৩০০০২১৩০
- গাজীপুর ফায়ার সার্ভিস = ০২-৯২৫২৬২৮
- ফায়ার কন্ট্রোল রুম = ০২৯৫৫৫৫৫৫

হাসপাতাল ঃ

- ঢাকা ইম্পেরিয়াল হাসপাতাল = ০১৭৩১১৪২৮১৬
- টঙ্গী সরকারী হাসপাতাল = ০২৯৮০১০১৭৫
- গাজীপুর সদর হাসপাতাল = ০২৯২৫২২৫৫
- আইসিডিডিআরবি (কলেরা হাসপাতাল) = ০২৮৮১১৭৫১-৬০
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল = ০২৮৬২৬৮১২-১৯

এ্যাম্বুলেন্স ঃ

- এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস = ০২- ৯৩৩০১৮৮-৮৯, ৯৩৩৮৮৯৭
- আঞ্জুমান-ই-মফিদুল ইসলাম = ০২-৭১১৯৮০৮, ৭২১৮১৬৬

ব্লাড ব্যাংক ঃ

- সন্ধানী = ০২-৯৬৬৮৬৯০, ৭১১৯০০২
- রেড ক্রিসেন্ট ব্লাড সেন্টার = ০২-৯১১৬৫৬৯

ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ

কাসেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড,
বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

দায়িত্বশীল ব্যাক্তি: বিভাগীয় প্রধান/মহাব্যবস্হাপক
অনুমোদনের তারিখ : ০১/১২/২০২১
বর্তমান ভার্সন কার্যকর তারিখ : ০১/১২/২০২১
ভার্সন ঃ ০২

৩.রুটিন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঃ পরিপূর্নভাবে এটি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত পয়েন্ট গুলো প্রয়োজন।

৩.১ বাস্তবায়ন রুটিনঃ

কর্মকান্ড (কি?)	প্রক্রিয়া (কিভাবে?)	বাস্তবায়নকারী/পদবী (কে?)	বাস্তবায়নের সময় (কখন)
৩.১. আগুন লাগার সাথে সাথে সকলকে সতর্কীকরনের নিমিত্তে সাইরেন/ অগ্নি ঘন্টা বাজিয়ে সতর্ক করতে হবে।	নিকটবর্তী অগ্নিঘন্টা সুইচ দিয়ে সাইরেন বাজাতে হবে।	সুবিধা অনুসারে কমিটির যেকোন সদস্য	অগ্নিকান্ড বা দূর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে।
৩.২. যে ফ্লোরে আগুন লেগেছে সেই ফ্লোরের বৈদুত্যিক মেইনসুইচ অফ করে দিতে হবে।	আগুনলাগার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ফ্লোরের বৈদুত্যিক মেইন সুইচ বন্ধ করা।	সংশ্লিষ্ট ফ্লোরের ইলেক্ট্রিক ইনচার্জ ।	অগ্নিকান্ড বা দূর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে।
৩.৩.অগ্নি নির্বাপক দল ও উদ্ধারকারী দল ব্যতিত সবাই সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মিনিটের মধ্যে নিকটতম দরজা দিয়ে বের হয়ে জরুরী সমাবেশ স্থলে অবস্থান করা।	অগ্নিকান্ডের সময় উদ্ধার বাহিনীর সদস্যগন ফ্লোরের অভ্যান্তরের সকলকে নিকটতম গেটদিয়ে জরুরী সমাবেশ স্থলে বের হওয়ার সুযোগ করে দেবে।	ফায়ার সেফটি অফিসার ও উদ্ধার বাহিনীর সদস্য।	অগ্নিকান্ড বা দূর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে।
৩.৪.নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যাক্তিগন তাৎক্ষনিক ফ্যাক্টরীর ৫টি গেটের ভিতরে এবং বাহিরে অবস্থান নেবে। বাহির থেকে কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে কর্ডন পার্টির মত কাজ করবে। এছাড়া মানুষ এবং গাড়ী চলাচলের জন্য সম্মুখের রাস্তা উম্মুক্ত রাখা।	সিকিউরিটি ইনচার্জ তাৎক্ষনিকভাবে সকল গেটের ভিতরে এবং বাহিরে নিরাপত্তা প্রহরী সেট করবে এবং লোকজন এবং গাড়ী চলাচলের জন্য ফ্যাক্টরীর সম্মুখের রাস্তা উন্মুক্ত রাখবে।	সিকিউরিটি ইনচার্জ	অগ্নিকান্ড বা দূর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে।
৩.৫.অগ্নিনির্বাপক দল কর্তৃক ফ্লোর / সেকশনে রক্ষিত অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার নিশ্চিত করা।	আগুনের প্রকৃতি অনুসারে, প্রাথমিক পর্যায়ে ফায়ার স্টিংগুইসার ব্যবহারের মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রন করবে।	ফায়ার সেফটি অফিসার ও সংশ্লিষ্ট ফ্লোরের ফায়ার ফাইটার।	অগ্নিকান্ড বা দূর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে।
৩.৬.ফ্লোর বা সেকশন থেকে লোকজন নেমে যাওয়ার পর উদ্ধারকারী দল দ্রুত দূর্ঘটনা কবলিতদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসক দলের কাছে নিয়ে যাবে এবং প্রয়োজনে ফ্যাক্টরীর চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌছে দেবে।	অগ্নি দূর্ঘটনা কবলিত স্থানে সকল আহত/ নিহিত ব্যক্তিদের দ্রুত প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহন করবে। আহত সকলকে স্টেচারের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসকদের নিকট নিয়ে যাবে এবং প্রয়োজন মোতাবেক চিকিৎসা কেন্দ্রে নেওয়ার ব্যবস্থা করবে।	ফায়ার সেফটি অফিসার ও উদ্ধার বাহিনীর সদস্য।	অগ্নিকান্ড বা দূর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে।
৩.৭.বাথরুম/টয়লেট ও বিল্ডিং এর ছাদ চেক করতে হবে যাতে কোন লোক আটকা না পড়ে।	অগ্নিকান্ড বা দূর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে ফ্যাক্টরীর অভ্যান্তরে সকল টয়লেট/বাথরুম ও বিল্ডিং এর ছাদে কোন লোক আটকা পরে আছে কিনা তা চেক করবে।	সিকিউরিটি ইনচার্জ, ফায়ার সেফটি অফিসার ও উদ্ধার বাহিনীর সদস্য।	অগ্নিকান্ড বা দূর্ঘটনা ঘটার সময় বা পরবর্তী সময়।
৩.৮ সিড়ি ব্যতিত অন্যকোন ভাবে নিচে নামার চেষ্টা না করা।	অগ্নিকান্ড বা দূর্ঘটনা ঘটার সময় আতংকিত হয়ে সিড়ি ব্যতিত অন্য কোন উপায়ে নামার চেষ্টা না করা যতক্ষন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর লোক না আসবে।	সিকিউরিটি ইনচার্জ ফায়ার সেফটি অফিসার ও উদ্ধার বাহিনীর সদস্য।	অগ্নিকান্ড বা দূর্ঘটনা ঘটার সময়।
৩.৯ দূর্ঘটনা কবলিত মালামাল দ্রুত উদ্ধার করা।	অগ্নি কান্ডের সময় উদ্ধার বাহির সদস্যগন দূর্ঘটনা কবলিত স্থানের	ফায়ার সেফটি অফিসার ও উদ্ধার বাহিনীর	অগ্নিকান্ড বা দূর্ঘটনা ঘটার সময়।

ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ

কাসেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড,
বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

দায়িত্বশীল ব্যাক্তি: বিভাগীয় প্রধান/মহাব্যবস্হাপক
অনুমোদনের তারিখ : ০১/১২/২০২১
বর্তমান ভার্সন কার্যকর তারিখ : ০১/১২/২০২১
ভার্সন ঃ ০২

	সকল মালামাল দ্রুত উদ্ধার করা।	সদস্য।	
৩.১০. ফায়ার ইকুইপমেন্ট চেক করা। (স্মোক ডিডেকটর, ফায়ার এর্লাম, সুইচ, স্টিং গুইসার ইত্যাদি)	প্রতিদিন সকালে ফ্যাক্টরী খোলার সাথে সাথে সকল ফায়ার ইকুইপমেন্ট যথা- পানির পাম্প, স্মোক ডিডেকটর, ফায়ার এর্লাম, ফায়ার এক্সটিংগুইসার, হোজ রীল, হোজ পাইপ সহ যাবতীয় ফায়ার ইকুইপমেন্ট চেক পূর্বক সচল আছে কিনা তা নিশ্চিত করা এবং চেকিং ডকুমেন্টস সংরক্ষন করা।	ফায়ার সেফটি অফিসার ও ফায়ার ম্যান।	প্রতিদিন অফিস আরম্ভ হওয়ার পর।
৩.১১ ফায়ার ফাইটারদের প্রশিক্ষন প্রদান	প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সকল ফায়ার ফাইটারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং তাদেও অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক সকল প্রকার ঝুঁকি ও প্রয়োজনী ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা।	প্রশাসন বিভাগ/ফায়ার সেফটি অফিসার ও ফায়ার ম্যান।	প্রতি মাসে একবার
৩.১২ রেসকিউ সদস্যদের প্রশিক্ষরন প্রদান করা।	প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সকল রেসকিউ টীমের সদস্যদের নিয়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং তাদের অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক সকল প্রকার ঝুঁকি ও প্রয়োজনী ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা।	প্রশাসন বিভাগ/ফায়ার সেফটি অফিসার ও ফায়ার ম্যান।	প্রতি মাসে একবার
৩.১৩ প্রাথমিক চিকিৎসকদের প্রশিক্ষন প্রদান।	প্রতি দুইমাসে কমপক্ষে একবার সকল প্রাথমিক চিকিৎসকদের নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বিষক প্রশিক্ষন প্রদান করা	ফায়ার সেফটি অফিসার ও ফায়ার ম্যান।	প্রতি দুইমাসে একবার
৩.১৪ অগ্নি মহড়া দেওয়া।	প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার ফ্যাক্টরীতে ফায়ার মহড়ার ব্যবস্থা করা । ফায়ার সেফটি অফিসারের নেতৃত্বে অগ্নিঘন্টা বাজানো হয় এবং সকল টীমের সদস্যদের যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে অগ্নি মহড়া অনুষ্ঠিত করা হয়।	ব্যবস্থাপক, প্রশাসন , ফায়ার সেফটি অফিসার ও ফায়ার ম্যান।	প্রতি মাসে একবার
৩.১৫ গ্রাউন্ড রির্জাভার এ সবর্দা পর্যাপ্ত (কমপক্ষে ৮০,০০০ গ্যালন) পানি সংরক্ষন নিশ্চিত করা।	ফ্যাক্টরীর গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমপক্ষে ৮০,০০০ গ্যালন পানি সংরক্ষন করতে হবে।	ইলেকট্রিক ইনচার্জ	প্রতিদিন
৩.১৬ ফায়ার পাম্প চেক করা।	ফ্যাক্টরী খোলার সাথে ফায়ার পাম্প চেক করা। চেকিং কার্ড ব্যবহার করা।	ইলেকট্রিক ইনচার্জ	প্রতিদিন
৩.১৭ জকি পাম্প দিয়ে পানির প্রেসার নিশ্চিত করা।	ফ্যাক্টরী খোলার সাথে ফায়ার পাম্প চেক করা। চেকিং কার্ড ব্যবহার করা।	ফায়ার সেফটি অফিসার ও ইলেকট্রিক ইনচার্জ।	প্রতিদিন
৩.১৮ বয়লার চেক করা।	ফ্যাক্টরী খোলার সাথে বয়লারের প্রেসার চেক করা ও বয়লারের ঝুঁকি নিরুপন করা। চেকিং কার্ড ব্যবহার করা।	ইলেট্রিক ইনচার্জ ও বয়লার অপারেটর।	প্রতিদিন
৩.১৯ জেনারেটর রুম চেক করা।	ফ্যাক্টরী খোলার সাথে জেনারেটর চেক করা ।	ইলেকট্রিক ইনচার্জ,জেনারেটর	প্রতিদিন

	জেনারেটর রুমের জন্য প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট (ফোম টাইপ ফায়ার স্টিংগুইসার, ইয়ার প্লাগ ইত্যাদি) চেক নিশ্চিত করা।	অপারটর ও ফায়ার সেফটি অফিসার।	
৩.২০. সমস্থ এম.ডি.বি, ডিবি ,এল টি প্যানেল বোর্ড চেক করা।	ফ্যাক্টরী খোলার সাথে সাথে প্রতিদিন ইলেকট্রিক জংশন পয়েন্ট গুলো চেক করা। চেকিং কার্ড ব্যবহার করা।	ইলেকট্রিক ইনচার্জ,জেনারেটর অপারটর ও ফায়ার সেফটি অফিসার।	প্রতিদিন
৩.২১. ফ্যাক্টরীর ছাদ উন্মুক্ত রাখা এবং ছাদের সমস্থ প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত রাখা।	প্রতিদিন ফ্যাক্টরী খোলার সাথে সাথে ফ্যাক্টরীর ছাদের সমস্থ দরজা উন্মুক্ত নিশ্চিত করা।	সিকিউরিটি ইনচার্জ	প্রতিদিন

৩.২ যোগাযোগের রুটিনঃ

কর্মকান্ড (কি?)	প্রক্রিয়া (কিভাবে?)/ যোগাযোগের মাধ্যম	বাস্তবায়নকারী/পদবী (কে?)	বাস্তবায়নের সময় (কখন)
৩.২.ক. বাস্তবায়নকারী টীমের সদস্যদের সহিত যোগাযোগ	মিটিং/প্রশিক্ষন (যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষন করতে হবে)	মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ অথবা ফায়ার সেফটি অফিসার।	ফায়ার সেফটি নীতিমালা প্রস্তুত করার পর।
৩.২.খ. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী ব্যাক্তিবর্গের সহিত যোগাযোগ।	মিটিং/প্রশিক্ষন (যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষন করতে হবে)	মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ অথবা ফায়ার সেফটি অফিসার।	ফায়ার সেফটি নীতিমালা প্রস্তুত করার পর।
৩.২.গ. মিডলেবেল ম্যানেজমেন্টদের সহিত যোগাযোগ।	মিটিং/প্রশিক্ষন মিটিং বা প্রশিক্ষন এর পূর্বে নোটিশ এর মাধ্যমে অবহিত করতে হবে । (যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষন করতে হবে)	মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ অথবা ফায়ার সেফটি অফিসার।	ফায়ার সেফটি নীতিমালা প্রস্তুত করার পর।
৩.২.ঘ. বর্তমান শ্রমিকদের সহিত যোগাযোগ।	মিটিং/প্রশিক্ষন/পি.এ সিস্টেম। মিটিং বা প্রশিক্ষন এর পূর্বে নোটিশ এর মাধ্যমে অবহিত করতে হবে । (যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষন করতে হবে)	মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ অথবা ফায়ার সেফটি অফিসার।	ফায়ার সেফটি নীতিমালা প্রস্তুত করার পর।
৩.২.ঙ. নতুন শ্রমিকদের সহিত যোগাযোগ।	মিটিং/প্রশিক্ষন/পি.এ সিস্টেম। মিটিং বা প্রশিক্ষন এর পূর্বে নোটিশ এর মাধ্যমে অবহিত করতে হবে । (যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষন করতে হবে)	মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ অথবা ফায়ার সেফটি অফিসার।	নিয়োগ পরবর্তী ফায়ার সেফটি প্রশিক্ষন প্রদান করা (একসাথে ৪০জনের বেশী নয়)

ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ

কাসেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড,
বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

দায়িত্বশীল ব্যাক্তি: বিভাগীয় প্রধান/মহাব্যবস্হাপক
অনুমোদনের তারিখ : ০১/১২/২০২১
বর্তমান ভার্সন কার্যকর তারিখ : ০১/১২/২০২১
ভার্সন ঃ ০২

৪. ফিডব্যাক এবং নিয়ন্ত্রন রূটিনঃ

কর্মকান্ড (কি?)	প্রক্রিয়া (কিভাবে?)	বাস্তবায়নকারী/পদবী (কে?)	বাস্তবায়নের সময় (কখন)
৩.৩.ক. অভ্যান্তরীন অডিট যেসকল টুলস ব্যবহার হতে পারে- ১.চেকলিস্ট (ফায়ার সেফটি বিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রুটিন এবং প্রক্রিয়া যথাযথভাবে যাচাই করার জন্য একটি চেকলিস্ট তৈরী করা যেতে পারে) ২.প্রশ্ন পত্র তৈরী করা (শ্রমিক, মিড ম্যানেজমেন্ট ও দায়িত্বশীল ব্যাক্তিদের নিকট থেকে ফিডব্যাক নেয়ার মাধ্যমে জানা যেতে পারে তারা অগ্নিকান্ডের করনীয় বিষয়ে অবগত আছে কিনা। এজন্য প্রশ্নপত্র তৈরা করা যেতে পারে।	অভ্যান্তরীন অডিট যেভাবে করতে হবে। ১.শ্রমিক সাক্ষাৎকার ২.ম্যানেজমেন্ট সাক্ষাৎকার ৩.ডকুমেন্টেশন চেক - ফায়ার লাইসেন্স। - Fire drawing - অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষন রেকর্ড। - ফায়ার ড্রিল রেকর্ড। - প্রাথমিক চিকিৎসকদের প্রশিক্ষন রেকর্ড। - ফায়ার ইকুইপমেন্টস চেকিং রেকর্ড। - ফায়ার ফাইটারদের সার্টিফিকেট চেক। ৪.প্রতক্ষ্য যাচাইকরন (৩.১ এবং ৩.২ বাস্তবায়ন পূর্বক) - ফায়ার ফাইটারদের সাক্ষাৎকার গ্রহন। - রেসকিউ সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহন। - প্রাথমিক চিকিৎসকদের সাক্ষাৎকার গ্রহন।	আভ্যান্তরীন অডিট টীম	প্রতি তিন মাস পর পর।
৩.৩.খ. রিপোর্টকরন	- যেসকল সমস্য পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতে রিপোর্ট করা। - টীমের সদস্য এবং কর্তৃপক্ষের সাথে মিটিং করা। - মূল কারন গুলো পর্যবেক্ষন করা এবং কেন তা যাচাই করা। - সমাধানের পরিকল্পনা করা।	ব্যবস্থাপক, কমপ্লায়েন্স	অডিট শেষে
৩.৩.গ. নিয়ন্ত্রন	- যেকোন ধরনের দূঘটনা কিংবা ঝুঁকির নিরসনের জন্য ঝুঁকি নিরূপন করতে হবে। - প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ কি ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হবে নিরূপনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে হবে। - ফলো আপঃ যথাযথভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে ফলো আপ নিশ্চিত করতে হবে।	মহাব্যস্থাপক	প্রতিদিন প্রয়োজন অনুযাযী

৫.যোগাযোগ এবং বাস্তবায়ন ঃ

৪.১. যোগাযোগঃ যোগাযোগ রুটিন অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।

৪.২. বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন রুটিন অনুসারে পরিচালিত হবে ।

নীতিমালা প্রস্তুতকারকঃ	নীতিমালা মূল্যায়ন ও অনুমোদনের সুপারিশকারীঃ	অনুমোদনকারীঃ
ব্যবস্হাপক (এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স)	মহাব্যবস্হাপক	ব্যবস্হাপনা পরিচালক